এসএসএস বুলেটিন

একটি ত্রৈমাসিক

বর্ষ • ১৮ সংখ্যা • ১ জুলাই-সেপ্টেম্বর • ২০২২

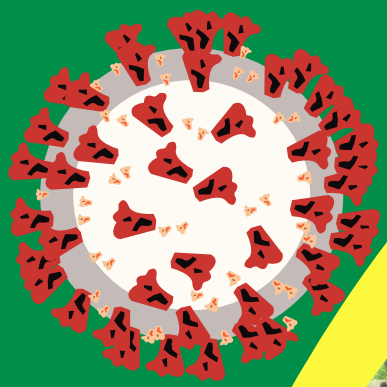

বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ ও সংঘাতের প্রতিঘাতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

এসএসএস-এর অগ্রযাত্রা

প্রশিক্ষণ শেষে সনদ গ্রহণ করছেন পরিচালক মাহবুবুল হক ভূইয়া

পিকেএসএফ আয়োজিত নির্বাহী নেতৃত্ব-বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে পিকেএসএফ তিনদিন ব্যাপী নির্বাহী নেতৃত্ব-বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ সেশনের আয়োজন করে। ১৯-২১ জুলাই ২০২২ পিকেএসএফ-এর ২৫টি সহযোগী সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে সাভারে ব্র্যাক সিডিএম-এ এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে এসএসএস থেকে অংশগ্রহণ করেন: সংস্থার মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের পরিচালক জনাব মাহবুবুল হক ভূইয়া।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার, এনডিসি। পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. জসীম উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ফজলুল কাদের এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. তাপস কুমার বিশ্বাস।

প্রশিক্ষণ সেশনে রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশ নেন পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ দেশের স্বনামধন্য প্রশিক্ষকগণ।

সম্পাদক
আব্দুল হামিদ ভূইয়া

প্রকাশনায়
এসএসএস
এসএসএস ভবন, ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল
ফোন: ০২৯৯৭৭-৫২৬৩০, ৫২৬৩১
ই-মেইল: ssstgl@btcl.net.bd
Website: www.sss-bangladesh.org

কপিরাইট © এসএসএস
বর্ণমালা প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

স ম্পা দ কী য়

বৈশ্বিক দুর্যোগ ও অস্থিরতা: অস্তিত্ব টিকে রাখার লড়াই

পৃথিবীতে কোনকিছুই টেকসই নয়। এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হলো কোভিড-১৯ মহামারী। পুঁজিবাদের কলাকৌশল, অর্থসম্পদ, প্রিয়জনদের আত্মার বন্ধন--সবই মিথ্যা ও অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। পিতার মৃত্যু শয্যায় সন্তানের অনুপস্থিতি, শেষ কৃত্যানুষ্ঠান জনশূন্যতা নজিরবিহীনভাবে দৃশ্যমান। হাজার কোটি টাকার সম্পদও জীবন রক্ষায় কাজে লাগেনি।

করোনার প্রভাবে বিশ্বব্যাপী জন-জীবনে বিপর্যয় দেখা যায়। আর্থসামাজিক অবস্থাও মহাসঙ্কটে পতিত হয়। আড়াই বছরেরও বেশি সময় এভাবে অতিবাহিত হচ্ছে। এরসাথে অপ্রত্যাশিত সময়ে খরা, বন্যা, ভারীবর্ষণ, ঘূর্ণিঝরসহ বেশকিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগও এই দুর্দশা কিছুটা বর্ধিত করে। ইতোমধ্যে পরিস্থিতি অনেকটা সহনীয় হয়। মানুষ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ নতুন করে স্বপ্ন দেখে। ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টায় সকলেই তৎপর। কিন্তু আচমকা বিশ্ব অর্থনীতিতে অবতরণ করে আরেক অশুভ পরিস্থিতি--বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। বেকারত্ব, উচ্চ-দ্রব্যমূল্য, খাদ্য ও ভোজ্য-তেলের ঘাটতি, জ্বালানি তেলের ঘাটতি ও মূল্য বৃদ্ধি, চিকিৎসা সেবার অপ্রতুলতা, ভেজাল খাদ্য দ্রব্য, টাকার মূল্য হ্রাস: আমাদেরকে শঙ্কিত করছে। সকল প্রচেষ্টা নস্যাৎ হচ্ছে।

আচমকা বিশ্ব অর্থনীতিতে অবতরণ করে আরেক অশুভ পরিস্থিতি--বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। বেকারত্ব, উচ্চ দ্রব্যমূল্য, খাদ্য ও ভোজ্য-তেলের ঘাটতি, জ্বালানি তেলের ঘাটতি ও মূল্য বৃদ্ধি, চিকিৎসা সেবার অপ্রতুলতা, ভেজাল খাদ্য দ্রব্য, টাকার মূল্য হ্রাস: আমাদেরকে শঙ্কিত করছে। সকল প্রচেষ্টা নস্যাৎ হচ্ছে।

ক্রমাগত দুর্যোগদুর্ভোগে অস্তিত্ব টিকে রাখা অতি দুষ্কর। পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান: সবাইকে নিজ প্রচেষ্টায় এগিয়ে আসতে হবে। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে নিশ্চিত করতে হবে নিজের স্বাস্থ্য ও সক্ষমতার সুরক্ষা। সম্পদের যথার্থ ব্যবহার ও সংরক্ষণ, বিষমুক্ত খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, নিরাপদ ও সুষম খাবার গ্রহণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, কৃষি ও পরিবারভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি, সম্পদ ও সুবিধার সুষমবণ্টন ইত্যাদি বিষয়ে নিতে হবে ব্যাপক ও বাস্তবসম্মত উদ্যোগ। অভিজ্ঞতা, বিবেক ও নৈতিকতায় তৈরি হোক এগিয়ে চলার পথ (নব-স্বাভাবিকতা)।

বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ ও সংঘাতের প্রতিঘাতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি: এসএসএস-এর অগ্রযাত্রা

আর্থসামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার ভূমিকা

বর্তমানে দেশব্যাপী প্রায় সাত শতাধিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ৩ কোটি ৩০ লক্ষ পরিবারকে আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে যাচ্ছে। সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকারও বেশি ঋণ বিতরণ করেছে। এই সংস্থাসমূহে প্রায় ২.৫ লক্ষ শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত কর্মী কাজ করেন (তথ্যসূত্র: এমআরএ)। তাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক কলাকৌশলে নির্ধারিত পরিবারসমূহে বিভিন্নমুখী সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন। ফলে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বল্প মূলধনের শ্রমনিবিড় আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত হচ্ছে। ছোট ও মাঝারি ব্যবসা, শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহণ ও প্রত্যক্ষ সেবা, হস্ত ও কুটির শিল্প, কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি কর্মকাণ্ড অর্থনীতিকে প্রাণবন্তর করছে।হ্রাস পেয়েছে বেকারত্ব, বর্ধিত হয়েছে আয় ও সম্পদ। খেটে খাওয়া সাধারণ জনতার ক্রয়ক্ষমতা ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মধ্যে সচেতনতা, নিজ উন্নয়নের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাস্থ্য-পুষ্টিসেবা, বিশুদ্ধ খাবার পানি গ্রহণ ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহার, শিক্ষা, সম্পদের সঠিক ও সর্বোচ্চ ব্যবহার, আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততা ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ক্ষুদ্রঋণ খাতে এদেশের ৮০ শতাংশ জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে (৩.৩০ কোটি গ্রাহক ও ২.৫০ লক্ষ কর্মী পরিবার এবং পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৫ জন ধরে)।

ক্ষুদ্রঋণ খাতে এদেশের ৮০ শতাংশ জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে (৩.৩০ কোটি গ্রাহক ও ২.৫০ লক্ষ কর্মী পরিবার এবং পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৫ জন ধরে)। এই খাত সরকার ও জাতীয়-আন্তর্জাতিক পর্যায়ের উন্নয়ন অংশীদারগণকে সার্বিকভাবে সহায়তা ও সসহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। এরমধ্যে, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে সংস্থাসমূহ ব্যাপকভাবে সহায়তা দিয়েছে। বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনেও এই খাত নিরন্তরভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের জিডিপি-তে ক্ষুদ্রঋণ খাতের আবদান ১৬ শতাংশের উপরে (তথ্যসূত্র: সিডিএফ পরিচালিত ড. আতিউর রহামনের গবেষণাপত্র)। সার্বিক দিক ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায়, ক্ষুদ্রঋণ বাংলাদেশের জন্য আশির্বাদ-পুষ্ট একটি বৃহৎ খাত। এই খাতের গুরুত্বের যথার্থ বর্ণানা তুলে ধরা অসম্ভব এক বিষয়।

চিত্র-১: করোনা রোগীর সংখ্যা (বাংলাদেশ)

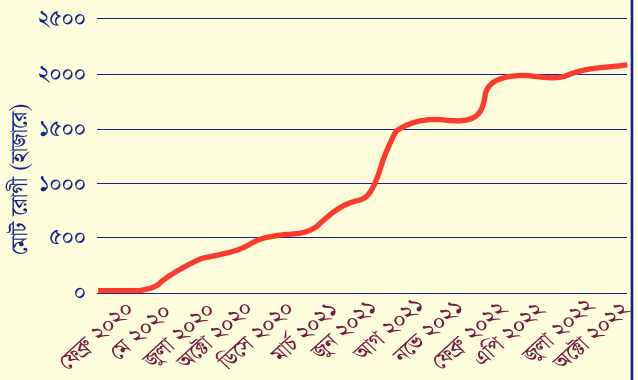

তথ্যসূত্র: ওয়ার্ল্ডোমিটার

চিত্র-৩: দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্রের হার (বাংলাদেশ)

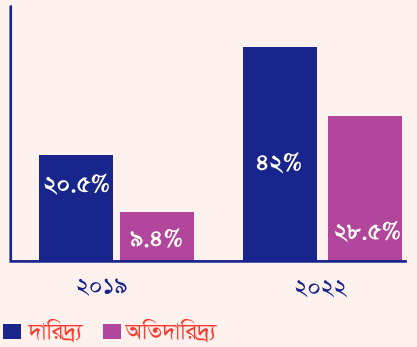

তথ্যসূত্র: সাউথএশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনোমিক মডেলিং (সানেম)

কোভিড-১৯এর আবির্ভাব ও আর্থসামাজিক অবস্থা

সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি-পর্যায়ে চলতে ছিল উন্নয়নের জোর প্রচেষ্টা। ছিল আর্থসামাজিক অবস্থার ঊর্ধ্বগতি। সকলেই নিজ নিজ স্বপ্ন পূরণে ছিল বিভোর। আকস্মাৎ বংলাদেশে হানা দেয় কোভিড-১৯। ৮ মার্চ ২০২০ বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়। এই দুর্নিবার মহামারীর অভিঘাত: চরম দুর্দশা ও আর্থসামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়। ৩০ অক্টোবর ২০২২ প্রান্তে বিশ্বের ৬৩.১৫ কোটি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়। মৃত্যুবরণ করে ৬৫.৭৭ লক্ষ জন। বাংলাদেশে আক্রান্ত হয় ২০.৩৩ লক্ষ জন। মৃত্যুবরণ করে ২৯,৪১০ জন (তথ্যসূত্র: ওয়ার্ল্ডোমিটার)। আমাদের মোট শ্রমশক্তির ৮৫ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। সরকারি চাকরি

চিত্র-২: করোনায় দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা (বাংলাদেশ)

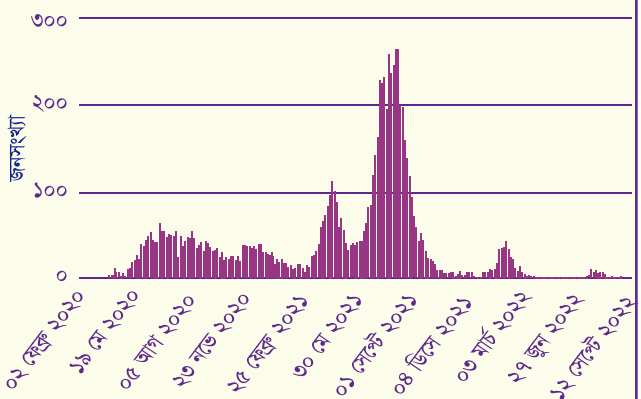

তথ্যসূত্র: ওয়ার্ল্ডোমিটার

ব্যতীত বেসরকারি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে অপ্রত্যাশিতভাবে চলে কর্মবন্ধ ও কর্মী ছাটাই। অনানুষ্ঠানিক খাতের ৮০ শতাংশ লোকবল বেকার হয়ে যায়। দেশের বেকারত্ব ও দারিদ্র্য দুই-তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। অতিদরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় সবচেয়ে বেশি। সকলে প্রতিনিয়ত প্রতিবেশী ও স্বজনদের চিরবিদায় জানায়। মৃত্যুভয়, অচিকিৎসা ও অনাহারে দিন চলে যায় অনেকের। সরকার ও উন্নয়ন সংস্থাসমূহ চালায় ত্রাণ ও অনুদান তৎপরতা। কিন্তু তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। শিশু-কিশোর, প্রবীণ ও গর্ভবতী মায়েরা পুষ্টি-সঙ্কটের শিকার হয়। দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা অচল হয়ে যায়। নারী ও অবহেলিত জনগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে সহিংসতার মুখে পড়ে। পিছিয়েপড়া জনতা বেশিমাত্রায় বঞ্চিত হয়। গ্রামীণ অর্থনীতিতে দেখা যায় অর্থ অভাব ও সঙ্কট। তারপরও আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের দিন থেমে থাকেনি। তাদের পাশে সরকারের সঙ্গে সুরক্ষা-বলয় হিসেবে ছিল: বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ (ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান)।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে সূত্রপাত হয় এক মহাব্যাধির: করোনা (কোভিড-১৯)। এটি অতিদ্রুত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। দেখা দেয় মহাবিপর্যয়। ১১ মার্চ ২০২০ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষণা দেয় বিশ্বব্যাপী জুরুরি অবস্থা। সচেতন করে বিশ্ববাসীকে। বৈশ্বিক অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থায় সহসায় স্থবিরতা দেখা যায়। উন্নয়ন, সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। মৃত্যু ভয় আর ক্ষুধা-দারিদ্র্যে পতিত হয় বিশ্ববাসী। বিগত ৭৫ বছরে পৃথিবীতে এরূপ পরিস্থিতি তৈরি হয়নি (তথ্য সূত্র: জাতিসংঘ)। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ) এই বিপর্যয়কে নতুন মহামন্দা হিসেবে উল্লেখ করে।

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে কোভিড-১৯এর প্রভাব

কোভিড-১৯ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে সজোরে আঘাত হানে। কয়েক-দফায় লক-ডাউন, কর্মহীনতা ও জীবণমরণ পরিস্থিতি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিকে তারল্য সঙ্কটের মুখোমুখি করে। ঋণ আদায় বন্ধ, কিন্তু ব্যয় প্রবাহ চলমান ছিল। অফিস ভাড়া, কর্মী বেতন ও পরিচালন খরচ পূর্বের ন্যায় চলতে ছিল। দাতা প্রতিষ্ঠানসমূহে সেবামূল্যসহ মূলধনের অংশ ফেরত দিতে হয়েছে। উন্নয়ন-সদস্য (গ্রাহক)গণ চাহিদা অনুযায়ী সঞ্চয় উত্তোলন করত। ফলে, ক্ষুদ্রঋণ দানকারী সংস্থাসমূহ তারল্য সঙ্কটে পড়ে। সর্ব-স্তরে নতুন দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন দেখা যায়। সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ঋণের চাহিদা সৃষ্টি হয়। ক্ষুদ্রঋণ দানকারী সংস্থাসমূহ এই চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। সাধারণ জনতা তাদের জরুরি প্রয়োজন পরিপূরণে দিশেহার হয়। নিরুপায় মানুষ স্থানীয়-পর্যায়ে চড়া সুদে ঋণ নেয়। মহাজন শ্রেণি আবারো সক্রিয় হয়ে উঠে। একইসঙ্গে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে বেশকিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়। এরমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো:

- এমআরএ-এর পরিপত্র অনুযায়ী ঋণ আদায় স্থগিত, মূলধন ও তারল্য সঙ্কট এবং ঋণ কার্যক্রমে অনিশ্চিয়তা, মূলধন সরবারহকারী সংস্থাকে নিয়মিত সেবামূল্য ও মুলধনের অংশ ফেরত দেওয়া;
- অর্থনৈতিক সকল কর্মকাণ্ডে মন্দা, কর্মসংস্থান হ্রাস ও জীবিকা নির্বাহের ব্যয় বৃদ্ধি, সকল-স্তরে উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগে নেতিবাচক প্রভাব;
- শ্রমিক ও মজুর শ্রেণির কর্মহীনতা, ঋণ ফেরতে অনিহা এবং জীবিকার তাগিদে স্থান পরিবর্তন, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে ধ্বস;
- স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দের বিরূপ মনোভাব; এবং গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে নেতিবাচক প্রচারণা।

উপর্যুক্ত সমস্যার পরও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বদাই সাধারণ জনগোষ্ঠীর পাশে ছিল। সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হয়ে কাজ করে যায়। ত্রাণ ও অনুদান তৎপরতায় সংস্থাসমূহ ছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে সক্রিয়। সর্বদাই ছিল কর্মী ও জন-বান্ধব। প্রায় আড়াই বছর ধরে করোনা মহামারী চলমান। এরসাথে বিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত হয়: বন্যা, ভারী-বর্ষণ, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির ছোবল। বিপর্যয় ও দুর্দশা প্রতিরোধে নেওয়া হয় ব্যাপক পদক্ষেপ। কাজ চলে সরকারি ও বেসরারি যৌথ প্রয়াসে। সরকার, প্রতিষ্ঠান, পরিবার--সকলস্তরে দেখা যায় সার্বিক সচেতনতা। ব্যয় সংকোচন, সম্পদের যথার্থ ব্যবহার ও সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, ডিজিটালাইজেশন, পরিবেশ রক্ষা বৃদ্ধি পায়। নব স্বাভাবিকতায় সকলে নিজেকে মানিয়ে নেয়। এগিয়ে চলার স্বপ্ন দেখে। নিজনিজ স্বার্থে উন্নয়নে ফিরে আসে সকলে। জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণ ফিরে আসে।

এরই মধ্যে ইউক্রেন-রাশিয়া সঙ্কট নতুন বিপদের জন্ম দেয়। এ যেন: গোদের উপর বিষফোঁড়। বিশ্ব অর্থনীতিতে আরেক নেতিবাচক প্রভাবের অবতরণা হয়। বিভিন্নমুখী সমস্যার সাথে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি সঙ্কটে আমাদের দেশ। সামনে এই কুপ্রভাব প্রকটতর আকার ধারণ করতে পারে (তথ্যসূত্র: বিশেষজ্ঞ অনুমান)। পরিস্থিতি স্বাভাবিককরণে সরকারের সাথে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ নিয়েছে ব্যাপক উদ্যোগ ও কর্মযজ্ঞ।

সঙ্কট মোকাবেলায় এসএসএস-এর উদ্যোগ ও কর্মকৌশল

এসএসএস কর্মী ও সদস্য-বান্ধব সংস্থা। বৈশ্বিক মহামারী: করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব এসএসএস-কে আরও মানবিক ও জনসহায়ক করে। এই ক্রান্তিকালে সংস্থার পথচলা ছিল নিম্নরূপ:

- এসএসএস জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি শতভাগ পরিপালন করে অফিস পরিচালনা করে।
- সংস্থার প্রতিটি অফিসের প্রবেশ দ্বারে ব্লিচিং পাউডার ও পানিমিশ্রিত চটের ছালা স্থাপন, কর্মীদের তাপমাত্রা পরিমাপে ডিজিটাল থার্মোমিটারের ব্যবহার এবং অফিস জীবাণুনাশক দিয়ে প্রতিনিয়ত ক্লিন করা হয়।
- সংস্থা বহিরাগত ব্যাক্তিবর্গের অফিসে প্রবেশ সীমিত রাখে। কর্মীবাহিনীকে পরিচালনা, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রিত রাখতে ডিজিটাল প্রক্রিয়া গ্রহণ করে। সর্বক্ষেত্রে ব্যয় সাশ্রয় ও মিতব্যয়িতা অর্জনে নেয় বিশেষ উদ্যোগ।
- করোনা কালীন সংস্থার কর্মীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা হ্রাস করা হয়নি। করোনায় আক্রান্ত কর্মীদের সবেতনে ছুটি দেওয় হয়। করোনায় কোন কর্মী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হতো।
- সংস্থা উন্নয়ন-সদস্য (উপকারভোগী)-দের আর্থসামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে গুরুত্ব প্রদানসহ তাদের স্বাস্থ্য-পুষ্টি, আর্থিক টেকসহিতা, মনস্তাত্ত্বিক উন্নয়ন ও উৎসাহ সৃজন, ঋণ-সঞ্চয়, উৎপাদন-সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে।
- সংস্থার গর্ভবতী, জটিল রোগে আক্রান্ত ও বয়স্ক কর্মীদের একটি তালিকা প্রণয়ন করে তাঁদের সুরক্ষা প্রদানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়।
- কর্মিবৃন্দের করোনা-বিষয়ক পরামর্শের জন্য সংস্থা একটি চিকিৎসা টিম-গঠনসহ প্রতিদিন একটি সেলের মাধ্যমে কর্মী ও সদস্যদের কোভিড-১৯এ আক্রান্ত, চিকিৎসা, সুস্থ হয়ে ওঠা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে। সকল-স্তরের কর্মিদের কোভিড-১৯এর টিকা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করাসহ সদস্যদেরকে টিকা গ্রহণে বিশেষ অনুপ্রেরণা প্রদান করে।

এসএসএস-এর ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম...

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা উত্তর এসএসএস সর্বদাই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ায়। সাধারণ মানুষ ও সদস্যদের পুনর্বাসনে কাজ করে। এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য তৎপরতা নিম্নরূপ:

- এসএসএস প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে আবদান রাখে। কর্মীদের একদিনের মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদান করে। একইসঙ্গে টাঙ্গাইল জেলার অসহায় ও দরিদ্র ৪,১১০টি পরিবারের মধ্যে ২৭.৯৮ লক্ষ টাকার ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে।
- এসএসএস টাঙ্গাইলের জেনারেল হাসপাতালে একটি ডায়াথার্মি ও একটি অটোক্লেভ মেশিন প্রদান করে। অন্যদিকে যশোর ও ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালেও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও ওষুধ ক্রয়ের জন্য সহায়তা দেয়।
- করোনা ক্রান্তিময় সময়ে সংস্থার ত্রাণ ও পুনর্বাসন খাতে ব্যয় হয় চার কোটি টাকা। এছাড়াও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয় নিজ অর্থায়নে সাধারণ মানুষকে আর্থিক অনুদান প্রদান করেছেন। অনেক পরিবারে দিয়েছেন খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসার টাকা।

এসএসএস-এর কারোনা কালীন ত্রাণ কার্যক্রমের খণ্ডচিত্র

চিত্র-৪: করোনা কালীন এসএসএস-এর ঋণ বিতরণ ও আদায়ের গতিপথ

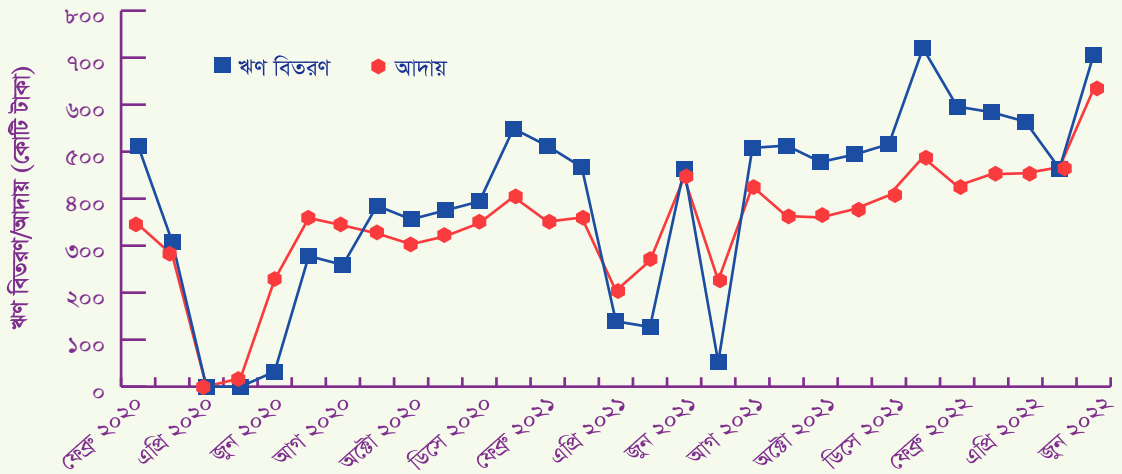

তথ্যসূত্র: এসএসএস-এর ঋণ বিভাগ

এসএসএস-এর উদ্যোগ ও কর্মকৌশলের ফলাফল

কোভিড-১৯ আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে, ২৬ মার্চ ২০২০ দেশে প্রথম লকডাউন ঘোষণা করা হয় (যা পরবর্তীতে প্রত্যাহার করা হয়)। ২০২১ সালের ৫ এপ্রিল থেকে দ্বিতীয় বারের মতো লকডাউন শুরু হয়। লকডাউনের কারণে দেশের স্থানীয় উৎপাদন ও বাণিজ্য হ্রাস পায়, তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানি কমে যায় এবং রেমিট্যান্স প্রবাহ নীচে নেমে আসে। আমাদের প্রধান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহ--কৃষি, শিল্প ও সেবা খাত। এই খাতসমূহের অবদান জিডিপিতে যথাক্রমে ১৮ শতাংশ, ২৯ শতাংশ এবং ৫৩ শতাংশ। করোনা মহামারীতে এই তিনিটি খাতে বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলস্বরূপ, প্রায় ১.৬৪ কোটি জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে যায়। এদেরমধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ লোকের আয় হ্রাস পায়। ২০ শতাংশেরও বেশি মানুষের মাসিক আয় ছিল ১৫,০০০ টাকার কম। প্রায় ৫৭ শতাংশ চাকরিজীবী কোনো বেতন-ভাতা পাননি।

চিত্র-৫: এসএসএস-এর খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ

তথ্যসূত্র: এসএসএস-এর ঋণ বিভাগ

৩২ শতাংশ ব্যবসায়ীর মুনাফা হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে কর্মজীবী নারীরা বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হন। সার্বিকভাবে মাত্র ১১ শতাংশ পরিবারে স্থিতিশীল আয় ছিল (তথ্যসূত্র: আইএনএফ ও বিআইডিএস)।

করোনার দুঃসহ সময়ে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত নয় এরূপ পরিবারসমূহে বেকারত্বের হার ছিল ৭৫ শতাংশ। বিগত বছরের তুলনায় আয় হ্রাস পায় ৯৮ শতাংশ পরিবারের। দারিদ্র্য ও অতিদরিদ্রের হার ছিল যথাক্রমে ৬৯ শতাংশ ও ৬১ শতাংশ। অন্যদিকে এসএসএস-এর উন্নয়ন-সদস্যদের মধ্যে বেকারত্বের হার ছিল ৪৭.৪৫ শতাংশ। ৬০ শতাংশ সদস্য পরিবারে আয় হ্রাস পায়। দারিদ্র্যের হার ছিল ৩২ শতাংশ এবং অতিদরিদ্র ছিল ২৪ শতাংশ। তবে পর্যায়ক্রমে এই পরিস্থিতি পূর্বের অবস্থায় (ভালোর দিকে) ধাবিত হচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা যায়: এসএসএস-এর উন্নয়ন-সদস্যদের মধ্যে ৯৯ শতাংশেরও বেশি হলো নারী। এই সদস্যগণ অধিকাশংই গৃহভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত। তাঁরা মূলত স্ব-কর্মসংস্থান বা মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান পরিচালনা করেন। অন্যদিকে সংস্থার দক্ষ ও সৃজনশীল নেতৃত্ব, দূরদর্শিতা, প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনী, দীর্ঘদিনের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা, কর্মনিষ্ঠা-সততা, সদস্য ও কর্মিবান্ধব মনোভাব, মানবিকতা ও অন্যান্য অনুষঙ্গ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে (তথ্যসূত্র: এসএসএস-এর পর্যবেক্ষণ)।

পিকেএসএফ-এর এসএসএস পরিদর্শন

৩০ মে ২০২২ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার, এনডিসি এসএসএস পরিদর্শন করেন। উক্ত পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান, উপ-মহাব্যবস্থাপক সেলিনা শরীফ, উপ-ব্যবস্থাপক মাহমুদুজ্জামান কাঞ্চন এবং উপ-ব্যবস্থাপক মাসুম আল জাকী।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় ৩০ মে সকাল ৮টায় টাঙ্গাইলে এসএসএস রেস্ট হাউজে পৌঁছান। এ-সময় তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান টাঙ্গাইলের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মো. শরিফুল ইসলাম, এসএসএস-এর ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন) মাহবুবুল হক ভূইয়া, এসএসএস-এর নির্বাহী পর্ষদের সদস্য কাজী জাকেরুল মওলা, শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন কর্মসূচির পরিচালক আবদুল লতীফ মিয়া, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) সাধন চন্দ্র গুণ, পরিচালক (ঋণ) সন্তোষ চন্দ্র পাল এবং বেশকিছু কর্মকর্তা ও কর্মী।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় এসএসএস-এর ফাউন্ডেশন অফিসের সম্মেলন কক্ষে এসএসএস-এর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণের সাথে এক মতবিনিময় সভায় অংশ নেন।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদারকে ফুলের তোরা দিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন এসএসএস-এর ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন) মাহবুবুল হক ভূইয়া

এরপর তিনি এসএসএস-পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, এসএসএস সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোম ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন। অতিথিবৃন্দ এসএসএস-এর কল্যাণ ও উন্নয়ন-বান্ধব বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

উল্লেখ্য, ২৮ মে ২০২২ পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার, এনডিসি জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার বেলগাছা ইউনিয়নের এসএসএস-এর Extended Community Climate Change Project (ECCCP) পরিদর্শন করেন।

এছাড়াও ১৩ ও ১৪ মার্চ ২০২২ পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপক ও তত্ত্বাবধায়ক (কৈশোর এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি) ড. সৈয়দা খালেদার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল এসএসএস-এর কৈশোর কর্মসূচি পরিদর্শন করে। অন্যদিকে ৩-২৪ আগস্ট ২০২২ পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. মশিয়ার রহমানের নেতৃত্বে আরো একটি প্রতিনিধিদল এসএসএস-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও কর্মসূচি পরিদর্শন করে।

এসএসএস বুলেটিন

এসএসএস-এর জাতীয় শোক দিবস-২০২২ পালন

এসএসএস জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২২ যথাযথ মর্যাদা ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যদিয়ে পালন করে। এই উপলক্ষে সংস্থা গ্রহণ করে বিশেষ এক পরিকল্পনা। মাসব্যাপী (১-৩১ আগস্ট ২০২২) বাস্তবায়ন করে নানা কর্মসূচি। সংস্থার প্রধান কার্যালয়, ফাউন্ডেশন অফিস, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান ও অফিস দিবসটি বিশেষ গুরুত্বের সাথে উদ্‌যাপন করে।

দিবসটি কেন্দ্র করে, ১-৩১ আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে সংস্থার ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজে পোস্টার ও নিউজ প্রচার, সকল ভবনে ড্রপ-ডাউন ব্যানার প্রদর্শন এবং কালো ব্যাজ ধারণ করা হয়। ১৫ আগস্ট সংস্থার প্রধান কার্যালয়, ফাউন্ডেশন অফিস, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান, যোন ও শাখা অফিসে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দিনের শুরুতে সকল অফিসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখাসহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২২ উপলক্ষে এসএসএস ফাউন্ডেশন অফিসে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের একাংশ

এসএসএস সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোম ও এসএসএস-পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চিত্রাঙ্কণ, রচনা ও হাম্‌দ-নাত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। একইসঙ্গে এসএসএস সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোমের ছেলেমেয়েদের মধ্যাহ্নভোজে উন্নতমানের খাবার পরিবেশিত হয়। অন্যদিকে এসএসএস সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোম, এসএসএস-পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, এসএসএস-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং মাঠ-পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

এসএসএস-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচি, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি (পিএইচসিপি) জাতীয় শোক দিবস-২০২২ পালন উপলক্ষে পুরো আগস্ট মাসব্যাপী কর্মএলাকায় বিশেষ স্বাস্থ্যক্যাম্পের আয়োজন করে। অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন (নেম) কর্মসূচির টাঙ্গাইলের আটটি শাখায় মা ও শিশুদের জন্য পুষ্টিক্যাম্প এবং গবাদিপশুর ভ্যাক্সিনেশন ক্যাম্প পরিচালনা করে। ভ্যাক্সিনেশন ক্যাম্পে সদস্যদের গবাদিপশুর বিনামূল্যে টিকা প্রদান করা হয়।

এছাড়াও জাতীয় শোক দিবস-২০২২ উপলক্ষে ২৯ আগস্ট ২০২২ বিকাল ২.৩০টায় এসএসএস-এর ফাউন্ডেশন অফিস (টাঙ্গাইল)-এর সম্মেলন কক্ষে এক বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে এসএসএস-এর শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় ৩০ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী এই বৃত্তি গ্রহণ করেন। এককালীন এই বৃত্তির পরিমাণ ছিল: মাথা প্রতি ১২,০০০ টাকা।

কর্মশালায় বক্তব্য দিচ্ছেন পরিচালক মাহবুবুল হক ভূইয়া

২৩-২৪ জুলাই ২০২২ টাঙ্গাইলে এসএসএস-এর ফাউন্ডেশন অফিস সভা কক্ষে এক বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুল হামিদ ভূইয়া সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

কর্মশালার আয়োজন...

কর্মশালার বিষয়বস্তু ছিল--ঋণ কর্মসূচি সুসংহতকরণ ও সংস্থার টেকসহিতা অর্জন। কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ) সাধন চন্দ্র গুণ, পরিচালক (শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন কর্মসূচি) আবদুল লতীফ মিয়া, পরিচালক (ঋণ) সন্তোষ চন্দ্র পাল, পরিচালক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন) মাহবুবুল হক ভূইয়া, বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানসহ বিভিন্ন-স্তরের ৬৫ জন ব্যবস্থাপক ও জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা।

কর্মশালা শেষে নির্বাহী পরিচালক দক্ষ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কর্মী তৈরির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি সংস্থার সার্বিক টেকসহিতা অর্জনে গুণগত মানের সেবা প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়ন-সদস্যদের সাথে উন্নয়ন-বিষয়ক আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনের আহ্বান জানান। এছাড়াও কর্মশালায় মতামত প্রদান করেন সংস্থার পরিচালকগণ ও প্রতিটি দলের প্রতিনিধিবৃন্দ।

এসএসএস বুলেটিন সংস্থার উন্নয়ন ঘটনা-প্রবাহের মুখপত্র। সংস্থার প্রতি আপনার আগ্রহ ও সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ। সংস্থার জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড, দারিদ্র্য দূরীকরণে সৃজনশীলতা ও সার্বিক প্রগতির ধারা চলমান থাকুক--এই আমাদের প্রত্যাশা।

ফোন: ০২৯৯৭৭-৫২৬৩০, ৫২৬৩১ ■ ফ্যাক্স: ৮৮-০৯২১-৬৩৯৩১ ■ ই-মেইল: ssstgl@btcl.net.bd, ssstgl@yahoo.com ■ Website: www.sss-bangladesh.org